## অবরোধ ঘিরে উত্তেজনা

**মুর্শিদাবাদ, ৮ নভেম্বর ঃ** মুর্শিদাবাদের নওদায় গণপ্রহারে যুবকের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধে শামিল হল মৃতের আত্মীয়পরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বেলডাঙা–আমতলা রাজ্য সড়ক অবরোধ তুলতে গিয়ে ক্ষিপ্ত জনতার হাতে আক্রান্ত হয় পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে চালানো হয় ইট। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি বলে অভিযোগ। পরে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী উপস্থিত হয়ে ছত্রভঙ্গ করে অবরোধকারীদের। অবরোধ তুলতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ঘটনায় জনাকয়েক অবরোধকারীকে আটক করে নওদা থানার পুলিশ।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার নওদার সোনাটিকুরি এলাকায় চোর সন্দেহে রাইহান মণ্ডল নামে ওই যুবককে গণপিটুনি দেয় ওই গ্রামের লোকজন। ঘটনার পরে মৃত্যু হয় রাইহান মণ্ডলের। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় মেয়ের বাড়ির লোকজনদের হাতে গণপ্রহারে মৃত্যু হয় ওই যুবকের বলে মৃতের পরিবারের অভিযোগ। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এদিন বেলডাঙা–আমতলা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় মৃত যুবকের আত্মীয়পরিজনরা। অবরোধ তুলতে গেলে আক্রান্ত হয় পুলিশ। পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় বিশাল পুলিশবাহিনী। এদিনের ঘটনায় আন্দোলনরত কয়েকজনকে আটক করে নওদা থানার পুলিশ।

*– সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

## হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ

**কালিয়াগঞ্জ, ৮ নভেম্বর ঃ** অসমে বাঙালি হত্যার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কালিয়াগঞ্জে ধিক্কার মিছিল করল তৃণমূল। এদিন বিকেল ৪টায় রাধিকাপুর পঞ্চায়েতের ফরিদপুরে এই ধিক্কার মিছিল হয়। মিছিল শেষে এলাকায় একটি প্রতিবাদ সভা হয়। এদিনের মিছিলে ছিলেন কালিয়াগঞ্জ ব্লক তৃণমূল সভাপতি তথা জেলাপরিষদ সদস্য দধিমোহন দেবশর্মা, অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ রায় সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। মিছিল শেষে প্রতিবাদ সভায় অন্যতম বক্তা দধিমোহন দেবশর্মা অসমে বাঙালি হত্যার দায়ে বিজেপি সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। এর সঙ্গে এনআরসি নিয়ে বিজেপির অসম থেকে বাঙালি খেদাও অভিযানের নিন্দায় সোচ্চার হন।

## ভোগ পান মা

*প্রথম পাতার পর*

গ্রামবাসীকেও এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতে বারণ করা হল। না হলে জাতিভ্রষ্ট হবেন তাঁরা। উপায় না দেখে উদ্যমী যুবকেরা গিয়ে ধরলেন গ্রামের বিবেচক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শশধর রায়কে। তিনি জানালেন আমি শাস্ত্র মেনে মন্ত্রোচ্চারণ করে মায়ের পুজো করব। ডোম, চামার, মুচি, মেথর পুজোর ভোগ রান্না করল না পুজোর জোগাড় করল তাতে আমার কিছু যায় আসে না। মধ্যরাতে শশধর রায় পুজোয় বসলেন। পুজোর ভোগ রান্না করলেন এবং জোগাড় দিলেন শিবুয়া হরিজন। কিন্তু সমাজপতিদের ভয়ে গ্রামের অনেক মানুষ এই পুজোয় অংশগ্রহণ করতে ভয় পাচ্ছিলেন। তখন রাধিকাপ্রসন্ন রায়, গ্রামের মানুষদের পুজোয় অংশগ্রহণ করাতে আশি কিলোমিটার দূরের মালদা শহর থেকে কলের গান (মাইক) ভাড়া করে আনালেন। যন্ত্রের মধ্যে মানুষের গলার গান শুনতে পিলপিল করে এলাকার প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামের মানুষেরা ছুটে আসতে লাগলেন। তখন হরিশ্চন্দ্রপুরে সর্বজনীন বা বারোয়ারি কালীপুজো ছিলো না। শুরু হয়ে গেল হরিশ্চন্দ্রপুরের প্রথম বারোয়ারী কালীপুজো। যা গান্ধিজির অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে শুরু হয়েছিল। কথাগুলো জানালেন প্রথম পুজা উদ্যোক্তা কমলেশচন্দ্র রায়ের পুত্র পারিজাত রায় ও রাধিকাপ্রসন্ন রায়ের ভাগ্নে চিরঞ্জীব মিশ্র। তাঁরা আরো জানালেন, এই পুজোয় তৎকালীন হরিশ্চন্দ্রপুরের জমিদার রামকিংকর রায়ের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল। তিনি প্রতিবছর পুজোর পরের দিন সকালে কালী প্রণাম করতে যেতেন। জমিদার পত্নী ছেলের শুরু করা পুজোতে বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে এস্টেটের জমিদার হেমেন্দ্রশেখর মিশ্রর হাত দিয়ে ভোগ পাঠাতেন। হরিজনের হাতে সে সময়ে অনেকেই প্রসাদ নিতে অস্বীকার করে, জাত খোয়ানোর ভয়ে। সমাজপতিরা বিধান দেন যারা ওই পুজোয় জড়িত ছিল তাদের গোবর জল খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু রাধিকাবাবু, বিষ্ণুব্রত বাবুরা নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। শেষে জয় হল সত্যের। আজ সে ঘটনার সাত দশক অতিক্রান্ত হাটখোলা সর্বজনীন কালীপুজাতে সেই নিয়ম আজও অটুট। শিবুয়া হরিজন নেই। তাঁর বংশধর বর্তমানে গীতা হরিজন পুজোর ভোগ রান্না ও পুজোর জোগাড় করেন। কমিটির বর্তমান উদ্যোক্তা বিজয় ভট্টাচার্য, বুবাই দাস, জোজো মিশ্ররা জানালেন, আজও ঐতিহ্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কালীপুজো হয়। মেলাও চলে সাতদিন ধরে। অস্পৃশ্যের ছোঁয়ায় পুজো আজ সব জাতের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

# রায়গঞ্জে অব্যাহত ডেঙ্গুর প্রকোপ, সাফাইয়ে জোর



*জ্বরে আক্রান্তের চিকিৎসা চলছে রায়গঞ্জ হাসপাতালে। – সংবাদচিত্র*

**বিশ্বজিৎ সরকার ● রায়গঞ্জ**

**৮ নভেম্বর ঃ** রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে জ্বর নিয়ে ভরতি দু'জনের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলল। পাশাপাশি ভিনরাজ্য থেকে বাইরের প্যাথলজিতে রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গুর জীবাণু মেলায় এদিন দুপুরে তাঁরাও ভরতি হয়েছেন। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, 'আমাদের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ম্যাক এলাইজা যন্ত্রে ডেঙ্গুর জীবাণু না ধরা পর্যন্ত ভিনরাজ্য থেকে আসা দুই শ্রমিকের রক্তের নমুনায় ডেঙ্গু রয়েছে কিনা তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব না। এছাড়া অজানা জ্বর নিয়ে চিকিৎসাধীন আরও অন্তত কুড়িজন। ফলে নতুন করে ডেঙ্গু আতঙ্ক ছড়িয়েছে রায়গঞ্জে। তবে এদিন স্বাস্থ্যদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ডেঙ্গু মোকাবিলায় সবরকমের প্রস্তুতি রয়েছে। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে কুড়িজনের মতো রোগী হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দুজনের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে। রায়গঞ্জ থানার বিন্দোল এলাকার জাবির আলির (২২) রক্তের নমুনায় ডেঙ্গুর জীবাণু ধরা পড়েছে। বর্তমানে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে এক নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে, কালিয়াগঞ্জের মুস্তাফানগরের বাসিন্দা সানসারু রায়ের রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে। রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগে চিকিৎসাধীন। গত দু'দিন ধরে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে ডেঙ্গু আক্রান্ত দু'জনের রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ম্যাক এলাইজা যন্ত্রে রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মিলেছে তা স্বীকার করেছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। তবে ভয়ের কিছু নেই, চিকিৎসা চলছে।

অন্যদিকে, কালিয়াগঞ্জের রাধিকাপুরের বাসিন্দা রূপসেনা খাতুন(৩৪) সাত দিনের প্রবল জ্বর নিয়ে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন এদিন। রায়গঞ্জ থানার সুভাষগঞ্জের নসরতপুর কাটাবাড়ির বাসিন্দা সুবী কবিরাজ (৩০) দশ দিনের প্রবল জ্বর নিয়ে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হয়েছেন। কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা পবি রায় (৩৫) দশ দিনের প্রবল জ্বর নিয়ে এদিন রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি হন। এদিন দুপুরে ভরতি হওয়া রোগীদের রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য রক্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ দশ দিন ধরে জ্বর রয়েছে হেমতাবাদ থানার নওদা গ্রামের নাম আবদুল রশিদ (২৪)। রাজস্থানের উদয়পুরে শ্রমিকের কাজ করতেন। এক মাস ধরে জ্বর। সেখানে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ডেঙ্গুর জীবাণু মিললে বুধবার সকালে ট্রেনে উঠে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এদিন বারসই থেকে নেমেই জ্বরে আক্রান্তে পরিবার পরিজনেরা সেখান থেকে নিয়ে এসে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভরতি করে। বর্তমানে আবদুল রশিদ রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ৪৪ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন। জব্বর আলি বিন্দোলের অন্তরা গ্রামের বাসিন্দা দিল্লির মুরাদাবাদে দিন পনেরো আগে প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়। সেখানেই রক্ত পরীক্ষা করিয়ে রক্তে ডেঙ্গুর জীবাণু মেলে। বর্তমানে রায়গঞ্জ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জেলা স্বাস্থ্যদপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, সব ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে ডেঙ্গু মোকাবিলায়। এই জেলাতে ডেঙ্গুর ভয়াবহতা নেই বললেই চলে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হয়েছে। কামান অর্থাৎ মশা মারার কামান দিয়েই মশা তাড়ানোর কাজ শুরু করল রায়গঞ্জ পুরসভা। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন পরিত্যক্ত সরকারি আবাসন মশার আঁতুড়ঘর বলে যখন চিকিৎসকরা দাবি করছেন, তখন সেই মুহূর্তে রায়গঞ্জ পুরসভা সরকারি আবাসন সহ রায়গঞ্জ থানার যত্রতত্র মশা মারতে কামান দাগলেন। রায়গঞ্জ শহরের যে সমস্ত এলাকায় ঝোপঝাড়, ডোবা রয়েছে সেগুলিতেও অনায়াসে মশাদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। আবার বাজারের নয়ানজুলি, নিকাশি নালার জলেও বংশবৃদ্ধি ঘটে মশার। রায়গঞ্জ পুরসভা সতর্কতা হিসাবে এই সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। সমস্ত ওয়ার্ডেই চলছে এই কর্মসূচি। মশা মারার কামান ঘাড়ে নিয়ে পুরসভার এক কর্মী বলেন, পরিত্যক্ত সরকারি আবাসন শহরের বিভিন্ন ঝোপ জঙ্গল ও রায়গঞ্জ থানায় এদিন মশা মারতে কামান দাগা হল।

## পুজোয় মাংস খাওয়ার জন্য ধার দেন ব্যবসায়ীরা

**সৌরভ রায় ● কুশমণ্ডি**

**৮ নভেম্বর ঃ** বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হল কুশমণ্ডি ব্লকের পিছা কালীপুজো। প্রায় একশো বছর পুরনো ওই পুজো পঞ্জিকা মতে কালীপুজোর এক দিন পরে অনুষ্ঠিত হয়। এই পুজোয় অংশ নেন তেজিহার, জারোল, ইসনাইল, বাবুপাড়া, ধদরঙ সহ আশেপাশের ২২টি গ্রামের মানুষ। এই পুজোর শুরুয়াদ নিয়ে যেমন চমকপ্রদ কাহিনী প্রচলিত রয়েছে তেমনি এই পুজোর উৎসব নিয়ে চমৎকার রীতি চালু রয়েছে এলাকায়। পুজো শেষে গ্রামের সকলে মিলে মাংস–ভাত খাওয়ার রেওয়াজ রয়েছে। আর উৎসব উপলক্ষ্যে সেই মাংস কেনার জন্য ধার মেলে দোকান থেকেও।

ওই এলাকার প্রবীণ ও নবীন প্রজন্মের দুই ব্যক্তি ক্ষিতীশচন্দ্র রায় ও নকুল রায় জানান, কালীপুজোর রাতে পুজো হয় আগাকালীর। সেখানে প্রতিমা থাকে না। একটি প্রাচীন ঝোপের মধ্যে পুজোর জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে পুজো হয় কালীর। মূল পুজোর এক দিন পরে পূজিতা হন পিছাকালী।

পিছাকালী মন্দিরের থেকে খানিকটা দূরে, বাবুপাড়ায় প্রতিমা তৈরি করেন কালু বসাক। এদিন সকালে সেই প্রতিমা মন্দিরে নিয়ে আসা হয়। সকাল সাতটা থেকে শুরু হয়ে যায় পুজো। এলাকার কয়েকশো মহিলা অংশ নেন পুজোয়। কথিত আছে, পাশের গ্রামে দধিকাদো খেলতে গিয়ে ফিরে আসার সময় দুটো মুখোশ নিয়ে ফিরছিলেন মুখোশ খেলার দলের দুই শিল্পী ডঙ্কু মণ্ডল ও সদ্রু মণ্ডল। কালীর মুখোশ পান ইসনাইল–বাবুপাড়ার শিল্পীরা। আর বুড়াবুড়ির মুখোশ পান চাকলাডাঙির শিল্পীরা। লোকশ্রুতি, বুড়াবুড়ির মুখোশ নিয়ে ফিরে গেলেও কালীর মুখোশ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় পথেই কালীর মুখোশের ওজন বেড়ে যেতে শুরু করে। ফলে মুখোশ ফেলে রেখেই বাড়ি ফিরতে বাধ্য হন তাঁরা। মুখোশ রেখে আসেন আগাকালীর ঝোপে। সেদিন ছিল কালীপুজো। এর পরে স্বপ্নাদেশে কালীপুজোর আয়োজনের নির্দেশ পান ওই শিল্পীরা। সেই মতো পরের দিন আবার প্রতিমা তৈরি করে শুরু হয় কালীপুজো।

চাকলাডাঙি গ্রামে জৈষ্ঠ্য মাসে নিয়ম করে এখনো হয় বুড়াবুড়ির মেলা। তাতে অংশ নেন মুখোশ শিল্পীরা। পিছা কালীপুজো উপলক্ষ্যে অবশ্য এদিন থেকেই শুরু হয়েছে মেলা। মেলা চলবে আগামী তিনদিন ধরে। উদ্যোক্তারা জানান, পিছা কালীপুজা এলাকার সব চাইতে বড়ো উৎসব। বাইরে থেকে বহু মানুষ যেমন এই পুজোয় যোগ দিতে এবং পুজো দর্শন করতে আসেন, তেমনি এলাকার যেসব বাসিন্দা বাইরে থাকেন তাঁরাও এই সময়টা তিন দিনের জন্য বাড়ি ফিরে আসেন। গত তিনদিন ধরে এলাকায় সকলেই নিরামিষ আহার করেন। আর শুক্রবার তো এলাকার ঘরে ঘরে মাংস–ভাত অবধারিত। আবার গ্রামের মধ্যে অনেক পরিবারই রয়েছেন যাঁদের পক্ষে নগদ টাকা দিয়ে মাংস কেনা সম্ভব নয়। তা বলে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করা থেকে যে তাঁরা বাদ যাবেন, তা তো আর হতে পারে না। সেজন্য এই একটা দিন যাতে গ্রামের সকেল পেটপুরে মাংস–ভাত খেতে পারেন সে ব্যবস্থাও রয়েছে। রয়েছে ধারে মাংস কেনার ব্যবস্থা। সেই ধার শোধ করার জন্য সময় দেওয়া হয় দুই মাস অবধি। এমন ব্যবস্থা আর কোথাও চালু নেই বলে দাবি ওই এলাকার বাসিন্দাদের। এদিকে, চামারকালী পুজো উপলক্ষ্যে রুয়ানগরে বসে কালী মেলা। বৃহস্পতিবার শেষ হল সেই মেলা।



*সংস্কারের এক মাসের মধ্যেই বালুরঘাট ব্রিজকালী সেতুতে ফাটল ধরায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। নতুন সেতুর দাবিও তুলেছেন তাঁরা। বিষয়টি নজরে আসতেই সেতু মেরামত করতে শুরু করেছে প্রশাসন। – মাজিদুর সরদার*

## বাঁশুলিতলার তিন কালীপুজো ঘিরে উৎসাহ মালদা শহরে

**মালদা, ৮ নভেম্বর ঃ** মালদা শহরে ঐতিহ্যশালী কালীপুজোর সংখ্যা কুড়িরও বেশি। প্রায় প্রতিটি কালী নিয়েই যেমন কোনো না কোনো লোকশ্রুতি চালু রয়েছে, তেমনই প্রতিটি কালীপুজোর বয়স অতিক্রম করেছে শতবর্ষ। মালদা শহরের পাঁচবোনের কালীপুজো যেমন ঐতিহ্যবাহী, তেমনই ঐতিহ্যবাহী সর্বমঙ্গলাপল্লির পুজোও। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পুজোর মধ্যে রয়েছে মালদা শহরের গৌড় রোড এলাকার বাঁশুলিতলার তিন তিনটি পুজো। এই পুজোগুলি কার্যত একই মন্দির চত্বরে হয়। এলাকাটির নামও ওই মন্দিরের নাম অনুকরণে হয়ে গেছে বাঁশুলিতলা।

বাঁশুলি মা হিসেবে পূজিতা হন দেবী কালী। তাঁর এক পাশে হয় চামুণ্ডা কালীপুজো। অপর পাশে হয় সিংহবাহিনী কালীপুজো। মালদা শহরে কোথাও কোথাও চামুণ্ডারূপী কালীপুজো হলেও সিংহবাহিনী কালীপ্রতিমা দেখা যায় একমাত্র এই এলাকাতেই। স্বভাবতই এই পুজো ঘিরে মঙ্গলবার রাতে এলাকার মানুষজন তো বটেই দূর–দূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা ছুটে আসেন মন্দিরে পুজো দিতে। চামুণ্ডাদেবীর আসনে চালু রয়েছে বলি প্রথাও।

এই পুজো ঘিরে শোনা যায় কিছু কাহিনি। এলাকার মানুষের দাবি, একসময় এই মন্দিরটি ছিল চাঁচল রাজার অধীনে। কারণ, ওই এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল চাঁচল রাজার এস্টেট। পরবর্তীতে ওই মন্দিরের সেবাইতকে সম্পূর্ণ সত্ত্ব দিয়ে যান চাঁচল রাজা। তবে এখন আর পুরানো সেই মন্দির নেই। পুজোর দায়িত্বভার এখন ওই এলাকারই এক পরিবারের ওপর ন্যস্ত আছে। একইভাবে সিংহবাহিনী দেবীর পুজোও ছিল একটি পরিবারের হাতে। তবে এখন সব পুজোই সর্বজনীন আকার ধারণ করেছে।

## শেষ হল কালী দৌড়

**সামসী, ৮ নভেম্বরঃ** প্রতিবছরের মতো এবারও কালীপুজোর পরদিন বুধবার রাতে চাঁচল–২ ব্লকের মালতীপুর দুর্গামণ্ডপ প্রাঙ্গণে ঐতিহ্যবাহী কালী দৌড় প্রতিযোগিতা হল। উল্লেখ্য, গত বছরের ঝামেলার কথা মাথায় রেখে ছিল কঠোর পুলিশি নিরাপত্তা। পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি ছিল র‍্যাফ ফোর্স, কয়েকশো সিভিক মহিলা পুলিশ। সেই সঙ্গে স্থানীয়, ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকেরা, কালী দৌড়ে অংশগ্রহণকারী ৭টি পুজোমণ্ডপের (বুড়ীকালী, হ্যান্টাকালী, বাজারকালী, হাটকালী, আমকালী, চন্‌কাকালী ও শ্যামাকালী) উদ্যোক্তারাও যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। প্রথা মেনে সন্ধ্যা হতেই হাজার মানুষ ভিড় করেন দুর্গামণ্ডপে। তারপর একে একে কালীপ্রতিমা মাথায় নিয়ে দৌড় বা লড়াই শুরু হয়। এদিন চাঁচল থানার সিআই সুকুমার মিশ্র ও চাঁচলের এসডিপিও নিজে কালী দৌড় পর্ব শেষ হওয়া পর্যন্ত ছিলেন। এসডিপিও বলেন, গতবার অল্প গণ্ডগোল ঝামেলা হয়ে ভণ্ডুল হয়ে যায়। তবে এবার শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। এবং প্রাচিন প্রথা ও ঐতিহ্যমেনেই ঢাক, ঢোল, মশাল, শব্দবাজি, আতশবাজিতে জমজমাট হয়ে ওঠে কালী দৌড়। এযেন ক্ষমতা দখলের লড়াই। স্থানীয় মালতীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান আব্দুল হালিম বলেন, আমাদের চাঁচল–২ ব্লকের বিডিও পবিত্র বর্মন শান্তি বৈঠকে আমাদের নির্দেশ দেন শান্তি রক্ষার। আমিও ছিলাম দৌড়ে।

## মাথায় চোট

*প্রথম পাতার পর*

মালদা মেডিকেলে মস্তিস্কে অস্ত্রোপচারের কোনো পরিকাঠামো ও নিউরোসার্জারির চিকিৎসক না থাকায় তাকে কলকাতা রেফার করে দেয় মেডিকেলের চিকিৎসকেরা। ১৭ বছরের ওই কিশোরীকে তিলে তিলে মরতে দেখেন পরিবারপরিজনেরা। কলকাতা পৌঁছনোর মতো সময় ছিল না ওই কিশোরীর। পরিবারপরিজনেরা জানতে পারেন, মালদার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে নিউরোসার্জারির এক চিকিৎসক রয়েছে। তাঁরা ওই নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে কিশোরীকে মালদা মেডিকেল থেকে নিয়ে যান। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেন কিশোরী আর বেঁচে নেই। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে জেলা সদর হাসপাতাল মালদা মেডিকেলে রূপান্তরিত হল, অথচ নিউরোসার্জারির একজন চিকিৎসক নেই। কেন এই অব্যবস্থা। শুধু ওই কিশোরীই নয়, প্রতিদিনই মালদা, দুই দিনাজপুর সহ পার্শ্ববর্তী রাজ্য ঝাড়খণ্ড থেকে এধরনের বহু মরণাপন্ন রোগী মালদা মেডিকেলে ছুটে আসছেন বাঁচার জন্য। কিন্তু আসাই সার হচ্ছে। মেডিকেল কর্তৃপক্ষ তাঁদের কলকাতা বা শিলিগুড়ির পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই কলকাতা বা শিলিগুড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে পারছেন না। ফলে পথেই মৃত্যু হচ্ছে তাঁদের। এই মৃত্যুলীলা আরও কতদিন চলবে কেউ জানে না। তবে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের আশা, মালদায় ট্রমা কেয়ার চালু হয়ে গেলেই মৃত্যুমিছিল কমে যাবে।

## পুলিশের ওপর হামলা, বদলি ট্রাফিক ওসি

**সুবীর মহন্ত ● বালুরঘাট**

**৮ নভেম্বরঃ** পুলিশের ওপর হামলার ঘটনার পরে বদলি হতে হল ট্রাফিক ওসিকে। বালুরঘাট ট্রাফিক ওসি সঞ্জয় মুখার্জিকে ডিআইবিতে পাঠানো হয়েছে। তার জায়গায় বালুরঘাট থানার এসআই উৎপল চ্যাটার্জিকে ট্রাফিক ওসি করা হল। যদিও এটা রুটিন বদলি বলেই দাবি পুলিশ কর্তাদের। হামলার ঘটনার জেরে নয়, বলেই দাবি। এদিকে হামলার ঘটনায় ধৃত চারজনকে পুলিশি হেপাজতে নিয়েছে, বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

### বালুরঘাটে মদ্যপদের তাণ্ডবের জের

প্রসঙ্গত, কালীপুজোর রাতে নাকা পয়েন্টে ডিউটি করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের আক্রমণের মুখে পড়েন ট্রাফিক এএসআই পবিত্র রায়। ২০–২৫ জনের একটি দল ওই এএসআইকে হামলা করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। ওই হামলার সময় নাকা পয়েন্টের অন্য পুলিশ ও সিভিক কর্মীরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। আহত পবিত্র রায় বর্তমানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর মাথায় ৮টি সেলাই পড়েছে। একটি অটোকে অল্লাশি করা নিয়েই বিবাদ বেধেছিল। তল্লাশি করাতে নারাজ পতিরাম এলাকার কয়েকজন পালিয়ে যায়। এরপর সঙ্গী সাথি জুটিয়ে এনে পুলিশের উপর হামলা চালায়। তারা বাঁশ, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে হামলা করে। পুরো ঘটনা নাকা পয়েন্টের সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে। এরপরই ওই রাতেই পুলিশের একটি দল পতিরাম এলাকায় তল্লাশি চালায়। মোট চারজনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ জানায় ধৃতদের নাম আমিনুর সরকার, বাপ্পা নাথ, কৌশিক নাথ ও ক্ষিতীশ সরকার। ওই ঘটনায় আরও অনেকেই জড়িত রয়েছে। পুলিশ ধৃতদের বালুরঘাট আদালতের মাধ্যমে পাঁচদিনের হেপাজতে নিয়েছে। তাদের কাছ থেকে বাকি সঙ্গীদের হদিস পেতে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। ডিউটিরত অফিসারদের ওপর এমন হামলার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তিতে বালুরঘাট থানার পুলিশ। এদিকে বদলি করা হল ট্রাফিক ওসি সঞ্জয় মুখার্জিকে। তার জায়গায় ওসি পদে গেলেন উৎপল চ্যাটার্জি।

ডিএসপি (সদর) ধীমান মিত্র বলেন, পুলিশ কর্মীর উপর হামলার ঘটনায় ধৃতদের ৫ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক ওসির রুটিন বদলির সঙ্গে এই ঘটনার কোনোও সম্পর্ক নেই।

## দ্বিতীয় বছরে সুর চড়া মমতার

*প্রথম পাতার পর*

গভর্নর। এদিন সেই সুর আরও চড়িয়ে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'প্রায়ই বলা হয়, সময় নাকি সমস্ত ক্ষত ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নোটবন্দির ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের ক্ষত ও দাগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রকট হয়ে উঠছে।' নোটবাতিলের সিদ্ধান্তের জেরে ভারতের অর্থনীতি ও সমাজে যে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে তা এখন সবার কাছেই স্পষ্ট বলে জানান প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বয়স, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, পেশা নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ এই সিদ্ধান্তের ভুক্তভোগী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগীরা নোট বাতিলের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেননি। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে নোট বাতিল। মনমোহন সিংয়ের পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেন। ৮ নভেম্বর তারিখটিকে অন্ধকার দিবস বলে কটাক্ষ করে তৃণমূলনেত্রী বলেন, 'আজ বিমুদ্রাকরণ বিপর্যয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আজ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ এবং সমস্ত বিশেষজ্ঞ মানুষ আমার সঙ্গে একমত।'মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল বিমুদ্রাকরণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।'নোটবন্দিকে কেলেঙ্কারি বলে আখ্যা দেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও। প্রথমে টুইটারে পরে এক বিবৃতিতে রাহুল গান্ধি বলেন, 'এই কেলেঙ্কারিটি প্রধানমন্ত্রীর সুটবুট পরা বন্ধুদের কালো টাকা সাদায় পরিণত করার একটি ধূর্ত স্কিম ছিল।' নোট বাতিলকে মোদি সরকারের আত্মঘাতী হামলা বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। দেড় কোটি চাকরি ও জিডিপির অন্তত ১ শতাংশ এই সিদ্ধান্তের ফলে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অর্থমন্ত্রী এদিন যেভাবে নোটবন্দির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সাফাই দিয়েছেন, তারও সমালোচনা করেন রাহুল।

### নোটবন্দির তরজা

*মনমোহন সিং ঃ* অর্থনৈতিক হঠকারি পদক্ষেপ দীর্ঘ সময় ধরে কীভাবে দেশের ক্ষতি করে তা মনে করা ও আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটা চিন্তাভাবনা করা দরকার তা বোঝার দিন আজ।প্রায়ই বলা হয়, সময় নাকি সমস্ত ক্ষত ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, নোটবন্দির ক্ষেত্রে বিমুদ্রাকরণের ক্ষত ও দাগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও প্রকট হয়ে উঠছে।

*মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ* আজ বিমুদ্রাকরণ বিপর্যয়ের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। আজ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ থেকে সাধারণ মানুষ এবং সমস্ত বিশেষজ্ঞ আমার সঙ্গে একমত। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট করে দিয়েছে। এই বিপুল বিমুদ্রাকরণ কেলেঙ্কারির মাধ্যমে সরকার দেশের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। যারা এই কাজ করেছে মানুষ তাদের সাজা দেবে।

*রাহুল গান্ধি ঃ* নোটবন্দি ভাবনাচিন্তা করে একটি নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কেলেঙ্কারিটি প্রধানমন্ত্রীর স্যুটবুট পরা বন্ধুদের কালো টাকা সাদায় পরিণত করার একটি ধূর্ত স্কিম ছিল।

*অরুণ জেটলি ঃ* নোট বাজেয়াপ্ত করাটা বিমুদ্রাকরণের উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তাকে মূল অর্থনীতিতে নিয়ে আসতে এবং যাদের হাতে টাকা রয়েছে তাদের কর দিতে বাধ্য করাই ছিল এই সিদ্ধান্ত বৃহৎ লক্ষ্য। ভারতীয় অর্থনীতিকে সঠিক পথে চালনার জন্য অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল নোটবন্দি। এর ফলে আরও সুশৃঙ্খল হয়েছে ভারতে কর ব্যবস্থা। নোট বাতিলের জেরে ভারতীয়দের জীবনের মানোন্নয়ন হয়েছে। ভারতকে ডিজিট্যাল অর্থনীতিতে পরিণত করার জন্য গোটা আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝাঁকুনি দেওয়া জরুরি ছিল।

## জুয়াড়িদের হাতে মার, হাসপাতালে পুলিশ

*প্রথম পাতার পর*

শুরু করে প্রতিবেশী স্বপ্না সাহা ও তার স্বামী কাল্টু। এরপর আমার মা রানী সাহা বারবার শব্দবাজি ফাটাতে না করলেও কর্ণপাত করেনি। এরপর আমরা দুই বোন বাইরে বেরিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে আমার বোনকে হাতে কামড় দেয়। আমাকে লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। যদিও হামলার কথা অস্বীকার করে অভিযুক্তরা। পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, রায়গঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। যত দ্রুত সম্ভব অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হবে। অভিযান চালিয়ে প্রচুর নিষিদ্ধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে।

## ভাইদের প্লেটে এবার কম ক্যালোরিযুক্ত মিষ্টি

**সুজয় সরকার ● বালুরঘাট**

**৮ নভেম্বর ঃ** বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণে ভাইফোঁটাকে ঘিরে বরাবরের মতো এবারও উন্মাদনায় ভাসছে শহর। তবে আর পাঁচটা উৎসব থেকে ভাইফোঁটার বৈশিষ্ট্য কিছুটা আলাদা। 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা/যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা/আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।' মূলত ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় বোনেরা এই উৎসবের আয়োজন করে থাকে। ভাইয়ের মঙ্গলকামনায় কপালে চন্দনের ফোঁটা দেয় বোন। ফোঁটার পর হয় মিষ্টিমুখ। নানান স্বাদের মিষ্টি প্লেটে সাজিয়ে ভাইয়ের হাতে দেওয়া হয়। তবে বর্তমানে বোনেরা ভাইদের স্বাস্থ্য সচেতনতার কথা ভেবে কম ক্যালোরিযুক্ত মিষ্টি পছন্দ করছেন। বাজার ধরতে বিক্রেতারাও সুগার ফ্রি মিষ্টির সঙ্গে কম ক্যালোরিযুক্ত মিষ্টি বিক্রি করছেন। তাঁদের বক্তব্য, মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। আর তাই মিষ্টি খেলেও কম ক্যালোরিযুক্ত মিষ্টি পছন্দ করছেন।

থানা মোড় এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী বিপ্লব দাম বলেন, ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে তাঁরা বছরভর মিষ্টি তৈরি করেন। তবে বছরের কয়েকটি দিন বিশেষ করে ভাইফোঁটার মতো উৎসবে মিষ্টির চাহিদা অনেক বেশি থাকে। তাই কম ক্যালোরিযুক্ত মিষ্টির সঙ্গে ভাইফোঁটা স্পেশাল একাধিক মিষ্টি বানিয়েছেন। অধিকাংশ মিষ্টিই শুধু ক্ষীর দিয়ে তৈরি হয়েছে। যেগুলির মধ্যে ক্ষীর আপেল, ক্ষীর কেক, ক্ষীর কমলা স্পেশাল আইটেম হিসাবে বিক্রি করছেন। তবে ছানা ভাজা, কাজু বরফিরও যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

শুক্রবার ভাইফোঁটা। তার আগে ভাইফোঁটার আয়োজন সারতে বৃহস্পতিবার ব্যস্ততা লক্ষ করা গেছে বোনেদের। সঙ্গীতা সেন, মাম্পি সাহা, সুমনা সাহারা জানান, ভাইফোঁটা মানেই একটু অন্যরকম উৎসব। বছরভর এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করেন। ভাইফোঁটায় ভাইদের জন্য বিশেষ খাবারের আয়োজন করতে চান। তাঁরা নিজেরা যেমন কম ক্যালোরিযুক্ত মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, তেমন ভাইয়ের প্লেটেও সেই মিষ্টিই সাজিয়ে দিতে চান।

তবে মিষ্টি ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, এদিন বাজারে দুধের দাম চড়া হওয়ায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। খোলা বাজারে দুধ ৭০ টাকা লিটার বিক্রি হয়েছে। অন্যদিন যেখানে দুধ প্রতি লিটার ৩৫/৪০ টাকা দরে বিক্রি হয় সেখানে দাম বেড়ে যাওয়ায় মিষ্টি বানাতে গিয়ে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। এদিন কোনো কোনো দোকানে দই কেজি প্রতি ১০ টাকা বেশি দামে কিনতে হয়েছে বলে ক্রেতারা জানিয়েছেন।

শুক্রবার সকাল থেকেই ফোঁটার আয়োজনে ব্যস্ত হওয়ার কারণে অনেকেই বৃহস্পতিবার কেনাকাটা সেরেছেন। ভাই–বোনেরা উপহার কিনতে এদিন শহরের বিভিন্ন কাপড়ের দোকান সহ স্টেশনারি দোকানে ভিড় জমিয়েছেন। তবে ভাইদের জন্য মিষ্টির আয়োজন সারলেও দুপুরের খাওয়াদাওয়ার জন্য অনেকে শুক্রবারের সকালের বাজারের জন্য অপেক্ষা করছেন। সেক্ষেত্রে বাজারে ইলিশ, পাবদা, গলদার মতো মাংসেরও যে চাহিদা থাকবে, বিক্রেতারা সেকথাও মানছেন।



*ভাইফোঁটা উপলক্ষ্যে মিষ্টির দোকানে বানানো হয়েছে রকমারি মিষ্টি। – মাজিদুর সরদার*